STUDY MATERIAL FOR SEM - 4 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-8-4-2020

PAPER- CC-10

TOPIC-- WORLD AND SANSKRIT LITARATURE

হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন(১৭৮৬- ১৮৬০)

হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন ১৭৮৬ খ্রী. ২৬ সে সেপ্টেম্বর লন্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সোহো স্কোয়ারে এক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও উইলসনের পক্ষে উচ্চশিক্ষালাভ সম্ভব হয়নি। ১৮০৪ খ্রী. উইলসন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র হিসাবে সেন্ট টমাস হসপিটালে প্রবেশ করেন। চার বৎসর পর তিনি চিকিৎসা ব্যবসার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। এই বৎসরই তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামরিক বাহিনীর চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয় বাংলাদেশ। ১৮০৮ খ্রী. তিনি সৈন্যবাহিনীর সহিত ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে করে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৮০৯ খ্রী. প্রথম দিকে উইলসন কলকাতায় আসেন। কলকাতা আসার কিছুদিনের মধ্যেই টাঁকশালের সহকারী য়্যাসে মাস্টারের শূণ্য পদটি উইলসন তাঁর পূর্বার্জিত রসায়ণ শাস্ত্র ও মূদ্রা প্রস্তুত প্রণালী জ্ঞানের জন্য সহজেই পেয়ে যান। ১৮১৬ খ্রী. উইলসন মিন্টের য়্যাসে মাস্টারের পদে উন্নীত হন। কিছু দিন পর তিনি এর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

 # ভারতবিদ্যাচর্চায় উইলসনের অবদান---- কলকাতায় আসার পর উইলসন্ জোন্সের জীবনী পাঠ করে ও তাঁর কার্যাবলীর পরিচয় পেয়ে ভারতবিদ্যা বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সৌভাগ্যক্রমে এইসময় লিডেনের মাধ্যমে উইলসনের সঙ্গে কোলব্রুকের পরিচয় স্থাপিত হয়। কোলব্রুকের উৎসাহ ও সহায়তায় মেধাবী ও অধ্যয়ণ অনুরাগী উইলসন্ অল্পদিনের মধ্যেই খুব ভালোভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করে ফেলেন। তাঁর ভারতবিদ্যার প্রতি এতটা অনুরাগ দেখে কোলব্রুক ১৮১১ খ্রী. উইলসনকে এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক রূপে নির্বাচন করেন। ১৮১১-১৮৩২ খ্রী. পর্যন্ত উইলসন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছিলেন।

১৮১৩ খ্রী. উইলসন মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত মূল সংস্কৃত, স্বকৃত পদ্যানুবাদ ও টীকা টীপ্পনিসহ প্রকাশ করেন। এর আগে মেঘদূতের কোনো অনুবাদ কোনো ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। উইলসনের সরল ও সচ্ছন্দ পদ্যানুবাদটি দেশে বিদেশে সবিশেষ আদৃত হয়।

১৮১৯ খ্রী. সরকারী অনুরোধে বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ সংগঠনের ভার নিয়ে উইলসন কিছুকাল বারাণসীতে বাস করেন। সরকারী কার্যের সূত্রে বারাণসীর সংস্কৃত পন্ডিতদের সংস্পর্শে এসে উইলসন তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান পরিপুষ্ট করেন। এবং এখানে অল্পদিন বাসের সুযোগে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ গণনার জন্যও অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৮১৯ খ্রী. সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় একটি সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান সংকলন

প্রকাশ করে উইলসন বিদ্বৎ-সমাজে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৩২ খ্রী. এই অভিধানটির দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য-রোট-ব্যাটলিঙ্কের জর্মান-সংস্কৃত অভিধান প্রকাশের কাল পর্যন্ত ইউরোপে সংস্কৃতশিক্ষার্থীদের পক্ষে উইলসনের অভিধানটি ছিল সংস্কৃত ভাষা চর্চার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান।

ভারতে আসার কিছুকাল পরেই বাংলা দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে আন্দোলন সৃষ্টি হয় উইলসন তাতে সক্রিয়ভাবে অশংগ্রহণ করেন। এদেশে শিক্ষাপ্রচারের ইতিহাসে ডেভিড হেয়ারের নাম ছিল চিরস্মরণীয়। শিক্ষাবিস্তারের কাজে ডেভিড হেয়ারের অন্যতম পরামর্শদাতা ও সহায়ক ছিলেন উইল্‌সন্‌।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রী. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্টিত হয়। উইল্‌সন্‌ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতৃদের অন্যতম। প্রথম থেকে কলেজটি তাঁর দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রথমে তিনি এই কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। পরে এর সম্পাদক বা সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণ করেন। ইংরেজরা দীর্ঘকালযাবৎ সরকারীভাবে এই দেশ শাসন করলেও এপর্যন্ত এদেশে শিক্ষা প্রসারের কোনো চেষ্টা তাঁরা করেননি। দেশে যতটুকু শিক্ষাবিস্তার হয়েছিল তা শুধু বেসরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। ১৮১৩ খ্রী. ব্রিটীশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী য়্যাক্ট গৃহিত হয়। এই য়্যাক্ট পাশ হবার দীর্ঘকাল পরে ১৮২৩ খ্রী. কলকাতায় জনশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি কমিটি গঠিত হয়। উইল্‌সন্‌ এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। পদাধিকার বলে উইল্‌সন্‌ ১৮২৪ খ্রী. কলকাতার বউবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় দুই বৎসর পর ১৮২৬ খ্রী. মে মাসে এই কলেজ ও স্কুল সহ হিন্দু কলেজও গোলদীঘির উত্তরপাশে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। উইল্‌সন্‌ তাঁর পরিকল্পিত সংস্কৃত কলেজটিরও পরিচালন ভার গ্রহন করেন।

১৮২৭ খ্রী. উইল্‌সনের ‘‘সিলেক্ট স্পেসিমেন অফ্‌ দি থিয়েটার অফ্‌ হিন্দুস্‌’’ নামে বিখ্যাত পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের মুখবন্ধে ৭০টি পৃষ্ঠাতে উইল্‌সন্‌ হিন্দি নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। বাকী অংশটুকুতে শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়, ভবভূতির উত্তররামচরিত ও মালতীমাধব, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস ও শ্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী গদ্যানুবাদ ও আরও অন্যান্য ২৩ টি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট হয়। ইউরোপের পন্ডিত সমাজে এই পুস্তকটি সবিশেষ আদৃত হয়। কারণ এই নাটকগুলি ইতিপূর্বে ইউরোপের কোনো ভাষায় প্রচারিত হয়নি।

পরে আরও সংযোজিত হবে